Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 72 - 81
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 72 - 81
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বীতশোক ভট্টাচার্যের নির্বাচিত কবিতা ও প্রবন্ধ

ভাগবত শীট
গবেষক, বাংলা বিভাগ
আর কে ডি এফ ইউনিভারসিটি রাঁচি, ঝাড়খণ্ড
Email ID : bhagbatshit@gmail.com

Received Date *25. 06. 2025*
Selection Date *20. 07. 2025*

Keyword
Beetashok Bhattacharya Kabi O Prabhandhik, Aitihahasika Praksapat, Root of the fundamental being, Aesthetics and multidimensionality.

Abstract
Beetashok Bhattacharya is a poet-essayist and translator. He is also distinguished as a film critic and editor. By assimilating the thousand-year-old tradition of Bengali poetry, he has left his own signature in several of his poems and essays. Not only Indian literature, but the fundamental principles of Indian culture occupy a considerable space in his poems and essays. Not only the Rigveda, Ramayana, Mahabharata or Puranas, but in his poems and essays we can easily understand the scope of international literature.

Various aspects of Charyapad, Vaishnavapadavali, Shaktapadavali and Mangalkavya have left a deep mark in his poems and essays. The poem 'Janmashtami' in his poetry collection 'Pradosher Neel Chhaya' bears testimony to mythological history; the poem 'Chokh' in the poem 'Essechhi Joler Kache' contains images of the life of ancient Bengal, and the poem 'Tol' in this poem raises the topic of ancient house construction of Bengalis. The topic of mental harmony returns in the poem 'Bhasan' of the poem 'Anya Yuger Sakha'. His 'Hajar Bacharer Bangla Kabita', 'Chaitanyer Kabita', 'Jen Golpa Zen Kabita' are notably composed of historical ideas. We also find various mythological and historical information in the poems of the poetry collection 'Joler Tilak'.

He also introduces the reader to the poetry of black people in Africa, in his writings, black: aesthetics and multidimensionality are manifested; which demands a relevant and strong historical consciousness. In several works of Beetashok, we find a deep sense of patriotism, which is rich in historical qualities Notable essay books rich in historical consciousness are 'Sri Chaitanyer Kabita', 'Padachinha Charyapad', etc. Pure historical consciousness is evident in the works such as 'Kritivaser Ramayana' of the book 'Purvapar', 'Charyagan' of 'Kabi Kantha' Beetashok passion for Charyapad is self-evident, the latest manifestation of this discussion is his book 'Padachinha Charchageeti' published by the Bengali Department of Jadavpur University in 2011. Beetashok Bhattacharya is the root of the fundamental

being. He who continues to provide water to the roots of our consciousness. Where even though the words have stopped, the resonance of the words is still flowing and relevant even today.

Discussion

বীতশোক ভট্টাচার্য কবি-প্রাবন্ধিক এবং অনুবাদক। চলচ্চিত্র সমালোচক ও সম্পাদক রূপেও তিনি বিশিষ্ট। বাংলা কবিতায় হাজার বছরের ঐতিহ্যকে আত্তীকরণ করে তিনি নিজস্বতার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর একাধিক কবিতায় ও প্রবন্ধে। শুধু ভারতীয় সাহিত্য নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির মৌলসূত্রগুলি তাঁর কবিতায় ও প্রবন্ধে যথেষ্ট জায়গা জুড়ে অবস্থান করছে। ঋগ্বেদ, রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণ শুধু নয়, তাঁর কবিতায় ও প্রবন্ধে আমরা আন্তর্জাতিক সাহিত্যের পরিসর সহজে উপলব্ধি করতে পারি।

চর্যাপদ, বৈষ্ণবপদাবলী, শাক্তপদাবলী এবং মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন অনুসঙ্গ তাঁর কবিতায় ও প্রবন্ধে গভীর ভাবে রেখাপাত করেছে। আফ্রিকার কালো মানুষের কবিতার সঙ্গেও তিনি পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেন অবলীলায়, তাঁর লেখার মধ্যে কালো : নান্দনিকতা এবং বহুমাত্রিকতায় উদ্ভাসিত; যা প্রাসঙ্গিক বলিষ্ঠ ইতিহাস চেতনার দাবি রাখে। বীতশোকের একাধিক রচনার মধ্যে আমরা প্রগাঢ় স্বদেশ প্রীতির ভাবনা খুঁজে পাই যা যথেষ্ট ঐতিহাসিক গুণে সমৃদ্ধ।

প্রাবন্ধিক হিসেবে তাঁর গবেষণাধর্মী গদ্য রচনা, সারস্বত সমাজের মনোযোগ-বিশেষ ভাবেই আকর্ষণ করেছে। প্রবন্ধ রচনায় বীতশোক বিরল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, তাঁর বিচরণ ভূমি ও বেশ বিস্তৃত। প্রকৃতি, শিল্প, গ্রামীণ উপকথা, ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাস, উত্তর আধুনিকতা, বিদেশী সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, চলচ্চিত্র শিল্প, গঠন তত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্বের তাৎপর্য আবিষ্কারে তিনি সদাই মগ্ন ছিলেন।

সাম্প্রতিক কালে বাংলা কবিতা ও প্রবন্ধ নির্মাণে বীতশোক সম্পূর্ণ নতুন পথের দিশারী। সংস্কৃত, দর্শন-ইতিহাস, দেশী-বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যে স্মার্ত পণ্ডিত বীতশোক মৌলিক প্রবন্ধ রচনায় নিজস্ব স্বাক্ষর রেখেছেন, তথাপি তাঁকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যে চর্চা-আলোচনা বহুমাতৃক নয়; অথচ তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধ বৈচিত্র্যের লাবণ্যে ভরপুর।

বীতশোকের কবিতায় সময় চেতনা ও নান্দনিক ভাবনার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় তাঁর 'নতুন কবিতা' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতায় -

"মনে পড়ে কবে দর্শনে বিজ্ঞানে
পড়েছিলে : এই শেষ হয়ে এল দেশ।
এই নেমে এল অসময়ে কালবেলা।
খেলার কথা না, তবু ভুলে গেছ মানে।
যেন জানো যত কালো গর্তেই ঠেশে
ধরা হোক, তবু একটি মুখের আলো
নিববে না; আর ভালো সব বন্ধুরা
ভরা থাকবেই একার বক্ষোদেশে।
কিছু শেষ নয়, সবই তবে শুরু হওয়া।
সারা পৃথিবীকে হিরোসিমা নাগাসাকি
বানালেও বাকি থাকবে মানুষছেলে।
মানুষের মেয়ে সন্তান কোলে যাবে।
এই আশা নিয়ে নতুন কবিতা লিখি।
গান থেমে গেল। চলুক না গান গাওয়া।"[1]

বীতশোকের 'নতুন কবিতা' কাব্যগ্রন্থের ঐতিহাসিক চেতনা সমৃদ্ধ কবিতা গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - 'যুধিষ্ঠির', 'শকুন্তলা' এবং 'পদাবলী'। কবিতা ত্রয়ের মধ্যে মহাভারত, মহাকবি কালিদাস এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের অনুসঙ্গ ঘুরে ফিরে

আসে। তাঁর 'প্রদোষের নীল ছায়া' কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতা 'মধুসূদনের জন্যে' কবিতায় বিশেষ ভাবে অনুরণিত হয়, কবি শ্রী মধুসূদনের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবনা। প্রসঙ্গত আমরা কবিতা টির উল্লেখ করতে পারি -

"ঘুমিয়েছে তিলোত্তমা : সরসীর মাঝখানে শশীর মতন;
জলজ আয়না, তার মধ্যখানে। ঘুম যায় প্রমীলা চিতায়।
মন্দোদরী ঘুমিয়েছে; ঘুমিয়েছে চিত্রাঙ্গদা। সীতা ঘুম যায়-
শিথানে রামের বাহু স'রে গেছে। স্বপ্নে ভরে এ অশোকবন।

...

জননী জাহ্নবী কাঁদে; কাঁদে কপোতাক্ষ; আর সমুদ্র যা পায়
তাও শুধু লোনা জল। সাশ্রু মাথুরের পদ, কে করো কীর্তন?
কে গো তুমি : মধু কান? ভরাট গলার কে, এই ভোরাই গায়? জানে না।
ঘুমায় মহীর কোলে, নিদ্রাবৃত শ্রীমধুসূদন।"[২]

'প্রদোষের নীল ছায়া' কাব্যের 'জন্মাষ্টমী', 'কুমার সম্ভব', 'মেঘদূত', এবং 'জগন্নাথ' কবিতার মধ্যে ও আমরা ঐতিহাসিক তথ্যের তীব্রতার আধিক্য দেখি।

'বসন্তের এই গান' কাব্যের 'দশমী' কবিতায় শাক্তপদাবলীর বিজয়ার প্রসঙ্গ এসেছে, অর্পণা, জয়া ও বিজয়ার কথা। কবিতা টি নিম্নে উল্লিখিত হল -

"আতুর বিরহের গান
একা অনেক দূরে দাঁড়িয়ে
অঞ্জলি পেতে।
এই তোমার পত্রপুট, অপর্ণার
জন্য বিজয়ার গান, জয়ার
জন্য বিজয়ার গান, এই
আর্ত গানের কলি : রজনীগন্ধার এক গুচ্ছ
জ্যোৎস্নায় ঝরে-পড়া আঘ্রাণ-
আট বছরের গৌরীর জন্য একবার,
পরের বার ন-বছরের নগ্নিকার জন্য,
দশক শতক পার হয়ে ...
অনার্তবা এক কুমারীর জন্যে আবারও
পূর্ণিমার দিকে
অন্ধকার এক কুটমলের যাত্রা,
আভাসিত এক মণ্ডলের দিকে।"[৩]

'জলের তিলক' কাব্য গ্রন্থের 'অপর্ণা', 'মানসে' এবং 'কৈলাশে' কবিতাগুলি পৌরাণিক - ঐতিহাসিক তথ্য রসের সমাহার বলে মনে হয়। বিশেষত এই কাব্যের 'পথের পাঁচালী' কবিতাটি ইতিহাস ও মিথের ভাবনায় লালিত -

"নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে বেরিয়ে পড়েছে।
কান-খাড়া, কী-একটা ছুটে গেছে এই ঝোপ থেকে ওই ঝোপে।
নবীন পালিত তাকে দেখিয়ে বলেছে: খোকা, ঐ খরগোশ।
এখন নবীন নেই। খরগোশও নেই
খোকা নেই আর এখন। অথচ কোথায়
চলেছে পাখি ও পথ, নবীনের মুদ্রা, আর খরগোশের ছুট।

খোকার মৃত্যুর পর 'খোকা'-ডাক থাকছে কোথাও।
না প্রশ্ন। বিস্ময় নয়। এরা নয় হরিহর, অপু ও কাজল।"[৪]

'এসেছি জলের কাছে' কাব্যের 'চোখ' কবিতায় প্রাচীন বাংলার জীবনচর্যার ছবি ধরা পড়ে -

"হাওয়ায় থাকি, আলোয় থাকি। জলে
এক এক দিন দলকে দল আমরা নেমে আসি;
স্তব্ধ ভাষা হাতির পাল লবণ-প্রত্যাশী।
আমরা নামি অশ্রুসমতলে।
...
তোমার ভুর, কখনো ছিল দূরের সব কোম।
দেওয়ালে রং-রেখা চোখের পাতে।
রাত্রি মাঘ, বাষ্প ওঠে ভাতে।
দুহাত ভরে এনেছি মধু, মোম।
...
পলক পড়ে, বাবুইবাসা উপুড়-হওয়া ঘটে।
ন, জল নেই। অথচ হাওয়া দেয়।
অথচ আলো। অথবা অন্যায়।
অন্ধকার তোমার চোখ চক্ষুদানপটে।"[৫]

এই কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'তল'-এ বাঙালীর প্রাচীন গৃহ নির্মাণের প্রসঙ্গ উঠে আসে -

"দিই নি শ্যামলী নাম ওর;
আমার মাটির বাসা এই।
এর মেজে এমন নিকোনো
নতুন বউয়ের যেন মুখ।
...
আর আজ চিড় ফাট-ধরা
মেজে করে ক্রমাগত হাঁ।
কেউ নেই যে তেমন হাতে
মুছে দেয় সব নিরুত্তর।
মেজে ভর্তি না-এর আলপনা।"[৬]

বীতশোকের 'অন্য যুগের সখা' কাব্যের 'ভাসান' কবিতায় বাঙালীর ঐতিহ্য ও পরম্পরাময়, লৌকিক জনপ্রিয় কাব্য মনসামঙ্গলের অনুসঙ্গ যথেষ্ট ভাবে প্রতিফলিত। আমরা কবিতাটির উল্লেখ করতে পারি -

"যেন নিয়মিত মাটিতে পা নেই, হালকা;
কী টালমাটাল! ভালো লাগে এত; উড়ছে
খোলা চুল; আমি হাওয়ার শরীর; আলগা
আলগোছে যেন ভেসে আছি এক গুচ্ছে।
ভেসে যাই, ফেনা, নীল শাদা ফুল; কার গা
এ হাতে ঠেকল : আমার, আ-মার! উপচে
পড়ি পেয়ালার রোদ জরি-কাজে, কাল চা
দিতে গেছি যেই কাঁপা হাতে তুলে... ডুব সে

দিল এই চোখে; কেন দিল। আমি উঠছি
তবু দ্যাখো ভেসে : আমি শোলা, গাটাপার্চা
কী সব দিয়ে যে তৈরি শরীর, হালকা
অলকমেঘের মাঝখানে এই উঁচু একগোছা কুর্চি।"[৭]

'দ্বিরাগমন' কব্যের 'পদাবলি' কবিতায় রাধা-কৃষ্ণের পুরাণকথার আধিপত্য প্রত্যক্ষগোচর হয় -

"তুমি কে? বলেছে রাধা। আর কোনও পায় নি উত্তর।
ঘন কালো মেঘ নাকি : কিছু নেই এরও জবাব।
যেন জানে সইদের সবই বলা রাধার স্বভাব।
রাধা কি অলকমেঘ-ঘন কালো মেঘের ভেতর।
কৃষ্ণ তা জানে না। বর্ষা। ঘাসে জলে ঢেকে যায় পথ।
পাঠরত পুরোহিত, আসলে সে গলাতোলা ব্যাঙ।
রাজার কুমার ও কি, ছদ্মবেশে করে যোগ ধ্যান :
রাধা শোনে, আর ভাবে। ভাবনায় শেষ এই পদ।"[৮]

আবার এই কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতা 'অভিসার'- এ বর্ষা ঋতু ও শ্রীরাধার চিরন্তন অভিসার ছোট ছোট চিত্রকল্পে ধরা পড়ে -

"বর্ষা এল আসন্ন এক ঋতু।
আকাশে মেঘ, যেন অনেক কেউ
আসবে, আর অচেনা সব। ঢেউয়ের পরে ঢেউ
আছড়াবে। আজ এত লাজুক, ভিতু
থেক না তুমি। শুনছ, ঘুমে কাদা;
রগড়ে চোখ উঠছ বসে। জলের মতো সোজা
বেরিয়ে পড়া। চোখের পাতা সবুজ, আধবোজা-
নামল পথে রাধা।"[৯]

সীতাসহ রামের বনবাস যাত্রার পুরাণকথার নিরিখে বীতশোক লেখেন তাঁর 'দ্বিরাগমন' কাব্যের 'ঘর' কবিতাটি যা বাঙালীর জীবনরসে অভিসিক্ত -

"বনে যেতে সীতার মুখে লাগে রোদের তাত,
রামের হাতে আড়াল-করা ধরা আমের ডাল।
মনে পড়ছে গাঁয়ের ছড়ার ছবিটি হঠাৎ।
নির্ভর সে হতে কারও পারে নি গতকাল।
আর কোনো দিন পারবেও না। খালি এক এক রাতে
বাতাস নেই, হাতের পাখা পাথর যেন ভারি।
তুলছে, যেন তুলে ফেলেছে: বোঝাই যায় তাতে-
ভরসা দেওয়ার শেকড়- তারও ভেতরে তার বাড়ি।"[১০]

'দ্বিরাগমন' কাব্যের 'আংটি' কবিতায় কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এর শকুন্তলার আংটি হারিয়ে যাওয়ার লোকপুরাণ কবিতাটি রচনার মূল রসদ বলে মনে হয় -

"তোমার ছিল আঙুলে অভিজ্ঞান।
ঘুমপাড়ানি গান শুনলে জলে।
স্বপ্নে তাকে পেতে চাইলে। ফলে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 72 - 81
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মুছে গেল আংটিতে তার নাম।
পাথর ছিল চোখের জলের রঙ :
খশে কোথায় হারিয়ে গেল তাও
তুমি এখন মনে করতে চাও
ভুলে যাওয়ার গড়ন কিরকম।"[১১]

'দ্বিরাগমন' কব্যের 'চিত্র' কবিতাটি বহু মাত্রিকতায় উদ্ভাসিত -

"পাখির ছানার চেয়ে জিরজিরে, রোঁয়া-ওঠা, লালচে, কুচ্ছিৎ-
বাচ্চাটার মুখে মাই গুঁজে দিয়ে নিচু চেয়ে রয়েছেন তিনি।
তোমরা বোলো না কথা, তোমরা পা টিপে চলো। মায়ের সংবিৎ
ভেঙে যাবে। চোখ তুলে চাইলেই বুঝবেন এই বাঙালিনি
তিনি যশোমতী নন, এমনকী তিনি কোনো মেনকাও না।
এখন ক্যামেরা তুলি চেটেপুটে খায় তাঁর আদিবাসী স্তন।
ভেঙে পড়তে পারেন না অবাধ্য সান্ত্বনা-নেই অশান্ত কান্নায়;
তিনি পুরস্কার-জেতা তৃতীয়-বিশ্বের এক মার বিজ্ঞাপন।"[১২]

সমালোচকের কথায় –

> "তৃতীয় বিশ্বের এক মায়ের বিজ্ঞাপন বলে গণ্য হ'তে পারে যে স্তন্যদানরতা বাঙালি আদিবাসী মহিলার ফোটো বা আঁকাছবি, সেই প্রসঙ্গেই এসেছে পুরাণকথার উচ্চশ্রেণীর নারী যশোমতী ও মেনকার কথা।"[১৩]

বীতশোক ভট্টাচার্য স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কবিতার ধারায় এক চলমান ইতিহাস এবং বিশুদ্ধ সাহিত্য ভাবনাময় নির্মাণ। প্রসঙ্গ সূত্রে বলা যেতে পারে, নবনীতা দেব সেন সম্পাদিত (সুবর্ণ জয়ন্তী পুস্তকমালা) 'দেশ : কাল : কবিতা' গ্রন্থে স্থান করে নেওয়া 'অন্ধবালিকা' ও 'ফিরে চাওয়া' কবিতা দ্বয়ের কথা।[১৪]

> "বীতশোক কবিতাকার, বীতশোক প্রবন্ধকার-তুল্যমান বিচারে কোন দিকটির পাল্লা ভারি হবে, সে-বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। অথবা এমন বললে যথার্থ হবে, তাঁর জীবনে কবিতা নির্মাণের পাশাপাশি ভাবনামূলক গদ্য নির্মাণের একটি সমান্তরাল ও সমৃদ্ধ ধারা প্রবাহিত ছিল। আর এ দুটো ধারা, মনে হবে, যেন পরস্পরের পরিপূরক; একে অন্যকে সাহায্য দিতে প্রস্তুত, একে অন্যকে সমর্থনে উন্মুখ।"[১৫]

উল্লিখিত তথ্য সূত্রের নিরিখে, আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে - বীতশোক ভট্টাচার্যের কবি ও প্রবন্ধিক সত্ত্বা পরস্পর অন্বিত; এই দুই সত্ত্বাকে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করা খুবই দুরূহ।

বীতশোকের প্রবন্ধ পাঠে আমরা আবিষ্কার করি বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় সমন্বিত এক শিল্পীকে, তাঁর প্রবন্ধের বিষয়ও বহুমাতৃক। দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে, কিভাবে তা বিদেশী সাহিত্য আঙিনায় প্রাসঙ্গিক করে তোলা যায়-তার নানান পরীক্ষা নিরীক্ষার খবর আমরা বীতশোকের রচনার মধ্যে পাই। বীতশোক পরম্পরার আলোকে পথ হেঁটে নতুন পথের সন্ধান করেন। তাঁর ঐতিহাসিক চেতনা সমৃদ্ধ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ গুলি হল 'শ্রীচৈতন্যের কবিতা', 'পদচিহ্ন চর্যাপদ' ইত্যাদি। 'পূর্বাপর', 'কবি কণ্ঠ', 'জেন গল্প জেন কবিতা', 'কবিতার অ আ ক খ', 'বিষয় কবিতা' ও 'অগ্রন্থিত বীতশোক' (অগ্রন্থিত গদ্যের সংকলন ১) প্রভৃতি গ্রন্থের একাধিক রচনার মধ্যে পরিচ্ছন্ন ইতিহাস চেতনা প্রত্যক্ষ গোচর হয়। চর্যাপদ সম্পর্কে বীতশোকের অনুরাগ স্বতঃপ্রকাশিত, এই আলোচনার সর্বশেষ দ্যুতি হচ্ছে ২০১১ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে প্রকাশিত তাঁর 'পদচিহ্ন চর্চাগীতি' গ্রন্থটি। সমালোচকের কথায় -

> "বাংলা ভাষা এবং বাংলা সাহিত্যের নিখুঁত অনুসন্ধান তাঁর শিল্পী জীবনের লক্ষ্য ছিল। সে কথা বলতে গিয়ে তাঁর গবেষণায় উঠে এসেছে বাংলাদেশের ইতিহাস, বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনচর্যা, বাংলায় লোকজীবন ও সাহিত্য। বাংলার প্রাচীন থেকে আধুনিক কবির কবিতা এবং বিবিধ জীবনশিল্পের শৈলীও তাঁর মননশীল লেখনিতে উদ্ভাসিত হয়েছে। বাংলা এবং বাঙালির কথা বলতে গিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন নিষ্ঠাবান বাঙালি। তাঁর মূল লক্ষ্য যেখানে বাংলা সেখানে তুলনার বিষয় হয়ে এসেছে ভারতবর্ষের নানা ভাষা, নানা ধর্ম, নানা সমাজের শিল্পের কথা। এসেছে প্রাচ্যে বাংলার স্থান নির্ধারণের সুগভীর চিন্তন। আর তার পাশাপাশি-ই এসেছে পাশ্চাত্যের উৎকৃষ্ট সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের সঙ্গে বাংলা ও বাঙালির মেধার তুলনা এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ মানসক্রিয়ার সংশ্লেষ।"[১৬]

বীতশোকের 'কবিকণ্ঠ' প্রবন্ধ গ্রন্থের ইতিহাস ভাবনা মূলক একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল - 'পথের কবি ঈশ্বর গুপ্ত'। এই প্রবন্ধের মধ্যে বীতশোক উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ঈশ্বর গুপ্তের জলপথে রাজশাহী, ফরিদপুর, পাবনা-ঢাকা-চট্টগ্রাম-বরিশাল ও কুমিল্লা হয়ে ত্রিপুরা ভ্রমণের কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে প্রকৃতি বর্ণনার পাশাপাশি জলদস্যু প্রসঙ্গ এবং নীল কুঠিয়ালদের কথা প্রাধান্য পেয়েছে, যা ঐতিহাসিক চেতনায় উদ্ভাসিত। 'কবিকণ্ঠ' প্রবন্ধ গ্রন্থের মূল্যবান প্রবন্ধ - 'সীতার অভিজ্ঞান' প্রবন্ধের প্রসঙ্গে সমালোচক রবিন পাল মহাশয়ের মন্তব্য প্রাণিধানযোগ্য -

> "সীতার অভিজ্ঞান প্রবন্ধ বিভিন্ন রামায়ণে সীতা ও তার অনুষঙ্গে জয়ন্তকাক, সীতার অভিজ্ঞান প্রেরণ, কাকদের জন্মকথা, এবং এ সব প্রসঙ্গে অধ্যাত্ম, কৃত্তিবাসী, ব্যাস, রাজশেখর প্রভৃতির রামায়ণ, বৌদ্ধ ও চীনা ঐতিহ্য, অগ্নিপুরাণ, শিবপুরাণ প্রভৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারের কথা আলোচিত হয়েছে।"[১৭]

ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব কেন্দ্রিক 'শ্রীচৈতন্যর কবিতা' প্রবন্ধ গ্রন্থটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যে উৎকৃষ্ট। আসলে এই গ্রন্থের মধ্যে বীতশোক বার বার প্রমাণ করতে চেয়েছেন – 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়'। নিপুণ ইতিহাসবোধে সন্দীপ্ত এই গ্রন্থ সম্পর্কে, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক শ্রদ্ধেয় সুধীর চক্রবর্তী মহাশয় মন্তব্য করেছেন -

> " 'শ্রীচৈতন্যর কবিতা' বাংলা সাহিত্যের এক রক্ষণযোগ্য বই শুধু তার বিষয়গত অভিনবত্বের জন্য নয়, একটি নিপুণ ইতিহাসবোধে সন্দীপ্ত আর পরিশ্রমী টীকারচনার অনন্য কৃতিত্বে। লেখকের নিজস্ব ভাষার কুটত্ব-প্রাথমিকভাবে বাধা সৃষ্টি যদি বা কিছুটা করে, পরে তার স্বরূপ ধরা পড়ে। লেখক নিজে সন্ধানী ও অবলোকনের আধুনিকতায় মৌলিক, পাঠকদের তাঁর রচনারীতির কৌশল আবিষ্কার করা একটি চিত্তগ্রাহী কাজ।"[১৮]

প্রাবন্ধিক বীতশোক ভট্টাচার্যের ঐতিহাসিক ভাবনা সমৃদ্ধ উল্লেখযোগ্য দুই প্রবন্ধ হল : 'রাগ পটমঞ্জরী' এবং 'প্রসঙ্গ : হাজার বছরের বাংলা কবিতা'। 'রাগ পটমঞ্জরী' প্রবন্ধ সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বীতশোক বলেন -

> "...ঐতিহাসিকের ব্যাহতদৃষ্ট প্রায় খুঁজে পায় না তাদের, যারা শিল্পের শ্রীতাত্ত্বিক অনুভাবের সামনে একবার, চিরদিনের জন্য অন্তত একবার, নগ্ন হয়েই দাঁড়ায়, সেই বস্ত্রহরণের দৃশ্যটিতে - 'একহাত রাখিয়ে দিয়ে একহাত তুলে কৃষ্ণের কাছে মাগে বস্ত্র মিনতি করিয়ে মনোজ্ঞানী মানুষ হয়তো এ ছবিতে অবদমিত যৌথ সমাজ মানসের একটি উলঙ্গ প্রক্ষেপ দেখতে চান তবু নগ্নতা স্বাভাবিক ভাবেই এই সব প্রাকৃত শিল্পীর প্রকাশের সহজ মাধ্যম, আর সেজন্যই বস্ত্রহরণের হ্রস্ব পৌরাণিক ব্যঞ্জনাটুকু ত্যাগ করেও মেলে রাখেন তাঁদের উদাসীন দৃষ্টি, যে দর্শনের পাটল ঔদাসীন্যের সঙ্গে কখনো ধূসর নীতিতত্ত্বের কোনো সংঘর্ষ বাঁধলো না, তারই কাঠামোতে তাঁরা বাঁধিয়ে রেখে দেন এই স্বর্ণাভ দৃশ্য, যেখানে নাভির নিয়ে তাদের একটি হাত নামিয়ে রাখার ভঙ্গিতে আচ্ছন্ন লজ্জা, তেমনি অন্য এক সমুখ হাতে সামর্থ্যের অপ্রতিভ প্রার্থনা, যা গগ্যার ছবির মতো টায়টোয় ফুটে ওঠে এই শব্দচিত্রটিতে, তাদের যেন ভিজে পাথরের মতন একধরনের ভারি মসৃণতা দেয়।"[১৯]

'প্রসঙ্গ : হাজার বছরের বাংলা কবিতা' প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক চেতনা রসে উদ্ভাসিত ও বহুমাত্রিকতায় উন্নীত। এই প্রবন্ধের সূত্র ধরে প্রাবন্ধিক বলেন -

> "...একথা ঠিক যে বিশশতকি আধুনিক বাংলা কবিতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনেক পাঠক দেখেছেন এ জিনিশ পরিপূর্ণভাবে অপরিচিত, উচ্চারিতভাবে দুর্বোধ্য, এবং এই ক্ষতিকর স্বীকৃতিতে তাঁদের বিন্দুমাত্র অপ্রতিভতা নেই। অথচ এঁরা কৃত্তিবাস রামপ্রসাদ কবিকঙ্কণ বা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও এমনতরো অবোধ্যতার স্বীকারোক্তি আর করেন না। আসলে যতই কবিতার গাংলা কাগজ অনিয়মিতভাবে অসংখ্য প্রকাশ পেতে থাকুক, গ্রামে গঞ্জে যত্রতত্র কবিসম্মেলন হোক, কফিঘরে কবিতা আন্দোলন নিয়ে উদ্দণ্ড আলোচনা চলুক, বাংলায় কবিতার দাম আর কানাকড়িও বাড়ে নি। কোনো দেশেই আর তেমন বাড়ে নি অবশ্য, তবু বাংলায় কবিতা তার স্বতঃস্ফূর্ত মূল্য ক্রমশই হারিয়ে ফেলছে মনে হয় অথবা তা এক পবিত্র সম্ভ্রান্ত অনুষ্ঠানে উন্নীত হচ্ছে বোধ হতে থাকে।"[২০]

প্রাবন্ধিক বীতশোক এই প্রবন্ধের মধ্যে নির্মাণ করে চলেন একের পর এক ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র, যাতে একাধিক সাহিত্যসমালোচনা-সহ রাজসভার বাংলা ভাষা ও বাঙালির নিবিড় প্রসঙ্গ উঠে আসে। প্রাবন্ধিকের ভাষায় -

> "...মুসলিম সম্রাটদের রাজসভার ভাষা যদিও ছিল ফারসি এবং বাঙালি মেয়েরা যদিও সেঁজুতিব্রতের মন্ত্র পড়তেন আর্শি আর্শি আর্শি/আমার স্বামী পড়ুক ফার্সি তবু রাজতন্ত্র বাংলা ভাষায় বাঙালির প্রসঙ্গ নিয়ে কবিতারচনাকে ক্রমশ সমর্থন করে চলেছিল এবং নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের দিক থেকে বাঙালি মুসলমানরা বেশি বাঙালি হয়ে পড়েছিলেন। এই যোগাযোগের ফলে যাকে বলে দরবারি সাহিত্য তা কখনো বাংলায় গড়ে ওঠে নি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রাজসভার সাহিত্য নামে একটি নির্দিষ্ট অধ্যায় থাকে বটে, কিন্তু অ রাজসভার চেয়ে বেশি সামন্ত-সভা, এবং পশ্চিমি সামন্ততন্ত্রের ধারণার সঙ্গে যে সামন্তসভা যেমন পুরো মেলে না, তেমনি রাজসভার কাব্যের বৈভব ও বিলাস পরিশীলন ও অবক্ষয় বাংলা কবিতায় তেমন প্রবলভাবে নেই। মধুসূদন উনিশ শতায় রাজসভাকবি হতে চেয়েছিলেন, সে রাজসভা তাঁর মেঘনাদবধকাব্যের রাবণের রাজসভা, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের কোথাও তার বাস্তব অস্তিত্ব ছিল না। এরই মধ্যে মুকুন্দ কবিকঙ্কণ উপাধি পেয়েছেন, পাটের পাছড়া দিয়ে কৃত্তিবাসকে গৌড়ের রাজা সম্মানিত করেছেন, আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষণে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের কাব্যরচনার পথ প্রশস্ত হয়েছে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই বাংলা কবিতা আভিজাত্যের অহংকারে অসংস্কৃত গ্রামীণ লোক-সাহিত্যকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দেয় নি।"[২১]

স্বাধীনতা উত্তর কালে, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্পর্কিত আলোচনা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমুখ। যা পরবর্তীকালে গবেষণাতেও একটা বড় জায়গা জুড়ে অবস্থান করছে। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন চর্চায় এক ব্যতিক্রমী আলোচক-সমালোচক হলেন বীতশোক ভট্টাচার্য। বীতশোকের উর্বর মধুসূদন চর্চায় বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম ও শেষ মহাকাব্য মেঘনাদবধ কাব্য। সাম্প্রতিক মধুসূদন দত্তের দুশো বছর নিয়ে বেশ চর্চা চলছে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায়, বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন - "জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও- তাহাতে নাম লেখ শ্রীমধুসূদন।"

প্রাবন্ধিক বীতশোকও শিল্পী মধুসূদনের চিরায়ত সাহিত্য সাধনার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন দেশী-বিদেশী সাহিত্য সমালোচনার নিরিখে। প্রাবন্ধিক, মধুসূদনের কবি প্রতিভা ও দূরদর্শিতার বিভিন্ন দিগন্ত গুলি খন্ড-খন্ড তথ্যসূত্রের মাধ্যমে সহৃদয় পাঠকের দরবারে হাজির করেছেন, যা বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট ইতিহাস নির্ভর। বীতশোক ভট্টাচার্যের সাহিত্য সাধনায় মধুসূদন চর্চা বিশেষ ভাবে প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে –

ক) প্রবন্ধ গ্রন্থ 'কবিতার অ আ ক খ' গ্রন্থের - 'মেঘনাদবধ কাব্য : চিত্রনাট্যের খশড়া', যা পরবর্তীকালে লেখক পুনর্মুর্দ্রণ করেন তাঁর 'বিষয় কবিতা' প্রবন্ধ গ্রন্থে। এছাড়া তাঁর 'কবিতার অ আ ক খ' প্রবন্ধ গ্রন্থের 'বোদলেয়ার : মধুসূদন'।[২২,২৩]

খ) পরবর্তী ক্ষেত্রে আমাদের উজ্জ্বল উদ্ধার, 'অ গ্র স্থি ত বী ত শো ক' গ্রন্থের মৌলিক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ 'মেঘনাদবধ : হেক্টরবধ'।[২৪]

মৌলিক সত্তার শেকড় বীতশোক। যিনি আমাদের চেতনার শেকড়ে জল-ধারাদিয়ে চলেছেন অবিরত। যেখানে বলা থামলেও কথার অনুরণন আজও সমানভাবে প্রবহমান এবং প্রাসঙ্গিক।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, বীতশোক : নতুন কবিতা/ নতুন কবিতা (কবিতা সংগ্রহ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০১)।
২. ভট্টাচার্য, বীতশোক : মধুসূদনের জন্যে/ প্রদোষের নীল ছায়া (কবিতা সংগ্রহ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০১)।
৩. ভট্টাচার্য, বীতশোক : দশমী/ বসন্তের এই গান (সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ-১৪০৮)
৪. ভট্টাচার্য বীতশোক : পথের পাঁচালী/ জলের তিলক (আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০০৩)।
৫. ভট্টাচার্য বীতশোক : চোখ/ এসেছি জলের কাছে (অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ডাকবাংলো রাড, মেদিনীপুর, প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৯৩)।
৬. ভট্টাচার্য বীতশোক : তল/ এসেছি জলের কাছে (তদেব)
৭. ভট্টাচার্য বীতশোক : ভাসান/ অন্য যুগের সখা (কবিতা সংগ্রহ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০১)।
৮. ভট্টাচার্য বীতশোক : পদাবলি/ দ্বিরাগমন (কবিতা সংগ্রহ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০১)
৯. ভট্টাচার্য বীতশোক : অভিসার/ দ্বিরাগমন (তদেব)
১০. ভট্টাচার্য বীতশোক : ঘর/ দ্বিরাগমন (তদেব)
১১. ভট্টাচার্য বীতশোক : আংটি/ দ্বিরাগমন (তদেব)
১২. ভট্টাচার্য বীতশোক : চিত্র/ দ্বিরাগমন (তদেব)
১৩. মিশ্র প্রভাত : কবি বীতশোক, পৃষ্ঠা - ২৩ (সৃজন, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১২)
১৪. দেব সেন নবনীতা (সম্পাদিত)/সুবর্ণ জয়ন্তী পুস্তক মালা – দেশ : কাল : কবিতা (স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কবিতা) পৃষ্ঠা: ২০৩ (ন্যাশনাল বুক স্ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লি -১১০০৭০, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ : ২০১২)
১৫. দাস অপু (ভূমিকা ও সম্পাদনা): অ গ্র স্থি ত বী ত শো ক (বীতশোক ভট্টাচার্য-এর অগ্রন্থিত গদ্যের সংকলন- ১), ভূমিকা অংশ, পৃষ্ঠা : ৭ (মনফকিরা, কলকাতা -৯৯, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৯)
১৬. ভট্টাচার্য দেবাশিস : বীতশোক ভট্টাচার্যের কবিতা বীক্ষা ও সংবীক্ষা, পৃষ্ঠা : ১৮৪ (এবং মুশায়েরা, কলকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২২)
১৭. পাল রবিন : বীতশোক ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ (পৃষ্ঠা : ১৩৯), এবং মুশায়েরা পত্রিকা, সম্পাদক সুবল সামন্ত (বীতশোক ভট্টাচার্য সংখ্যা, ঊনবিংশতি বর্ষ - ২য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২)
১৮. চক্রবর্তী সুধীর : নিপুণ ইতিহাসবোধে সন্দীপ্ত (প্রবন্ধ), পৃষ্ঠা : ১৫৩, এবং মুশায়েরা পত্রিকা, সম্পাদক সুবল সামন্ত (বীতশোক ভট্টাচার্য সংখ্যা, ঊনবিংশতি বর্ষ - ২য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২)
১৯. ভট্টাচার্য বীতশোক : বীতশোক ভট্টাচার্যের রচনা (রাগ পটমঞ্জরী), পৃষ্ঠা : ৪০৫, এবং মুশায়েরা পত্রিকা, সম্পাদক সুবল সামন্ত (বীতশোক ভট্টাচার্য সংখ্যা, ঊনবিংশতি বর্ষ - ২য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২)
২০. ভট্টাচার্য বীতশোক : বীতশোক ভট্টাচার্যের রচনা (প্রসঙ্গ : হাজার বছরের বাংলা কবিতা) পৃষ্ঠা : ৪৩৫, এবং মুশায়েরা পত্রিকা, সম্পাদক সুবল সামন্ত (বীতশোক ভট্টাচার্য সংখ্যা, ঊনবিংশতি বর্ষ - ২য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২)

২১. ভট্টাচার্য বীতশোক : বীতশোক ভট্টাচার্যের রচনা (প্রসঙ্গ : হাজার বছরের বাংলা কবিতা) পৃষ্ঠা : ৪৩৮-৩৯, এবং মুশায়েরা পত্রিকা, সম্পাদক সুবল সামন্ত (বীতশোক ভট্টাচার্য সংখ্যা, ঊনবিংশতি বর্ষ - ২য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২)

২২. ভট্টাচার্য বীতশোক : কবিতার অ আ ক খ, পৃষ্ঠা : ১০৯ (প্রকাশক-বিতর্ক, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৪০৪)

২৩. ভট্টাচার্য বীতশোক : বিষয় কবিতা, পৃষ্ঠা : ১৯০ (বাণীশিল্প টেমার লেন কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১১)

২৪. দাস অপু (ভূমিকা ও সম্পাদনা): অ গ্র ন্থি ত বী ত শো ক (বীতশোক ভট্টাচার্য -এর অগ্রন্থিত গদ্যের সংকলন- ১), পৃষ্ঠা : ১৩৫, (মনফকিরা, কলকাতা -৯৯, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৯)

Bibliography:

সহায়ক গ্রন্থ :

জানা নিতাই : পোস্টমডার্ন ও উত্তরআধুনিক বাংলা কাবিতা পরিচয়। (বাণীশিল্প/কলকাতা/২০০১

জানা নিতাই (সম্পাদিত) : পোস্টমডার্ন বাংলা কবিতা, (বাণী শিল্প/২০০৪)

মিশ্র প্রভাত: কবি বীতশোক, (সৃজন/ ডিসেম্বর-২০১২)

মাইতি মাধবী (সম্পাদিত) : বীতশোক ভট্টাচার্য স্মারক গ্রন্থ। (বাংলা বিভাগ/ মেদিনীপুর কলেজ/ মেদিনীপুর, ২০১৩)

Bhattacharya Beetashok - Come Near Water/ Translation Pradeepan Dasgupta (Monfakira : June 2018)

দাস অপু (ভূমিকা ও সম্পাদনা) : অগ্রন্থিত বীতশোক (মনফকিরা/ ডিসেম্বর ২০১৯)

ভট্টাচার্য দেবাশিস - বীতশোক ভট্টাচার্যের কবিতা : বীক্ষা ও সংবীক্ষা (এবং মুশায়েরা, জানুয়ারি ২০২২)

পত্র-পত্রিকা :

অধিকারী সোমা (প্রকাশিত)/ পূর্ব (বীতশোক ভট্টাচার্য স্মরণ), পূর্ব মেদিনীপুর ৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ২০১২

কর্মকার লক্ষণ (সম্পাদিত)/ সৃজন (শারদ সংকলন), ঘাটাল, প: মেদিনীপুর – ১৪১৯

চক্রবর্তী মানব (সম্পাদিত)/ জলার্ক (বীতশোক স্মরণ সংখ্যা), বই মেলা - ২০১৩

ত্রিপাঠী ঋত্বিক (সম্পাদিত)/ জ্বলদর্চি (বীতশোক ভট্টাচার্য সংখ্যা), ১৩ বর্ষ, মুগবেড়িয়া, পূর্ব মেদিনীপুর – ২০০৫

দাশ শ্যামলকান্তি (সম্পাদিত)/ কবি সম্মেলন, একাদশ সংখ্যা, ৮ম বর্ষ, ২০১২

সামন্ত সুবল (সম্পাদিত)/ এবং মুশায়েরা (বীতশোক ভট্টাচার্য সংখ্যা), জুলাই–সেপ্টেম্বর ২০১২

মারিক অচিন্ত (সম্পাদিত)/ অমিত্রাক্ষর (বীতশোক ভট্টাচার্য সংখ্যা), ৩য় বর্ষ, মেদিনীপুর – ২০১২